ঠেলার নাম বাবাজী- দ্বিতীয় পর্ব

সাঈদ কামরান মির্জা
syed_mirza@hotmail.com

এই লেখাটি হলো আমার লেখা ‘‘ঠেলার নাম বাবাজী’ এর addendum মাত্র। কারণ আমার পূর্বের ‘ঠেলার নাম বাবাজী’ লেখাটি পড়ে ইউরোপের কোন একটি দেশ থেকে এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে পাঠকগন ই-মেইল করে আমাকে আরও কিছু মজার বাংলা প্রবাদ পাঠিয়েছেন যাহা (তাদের মতে) আমার পূর্বের লেখাটিতে ব্যবহার করা একান্তই প্রয়োজন ছিল। এবং তারা আরও বলেছেন যে বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশ আমেরিকার ‘ঠেলার নাম বাবাজী‘ থেকে প্রচুর শিক্ষালাভ করলেও বিশ্বের মাত্র একটি মুসলিম দেশ এই ‘‘ঠেলা’’ থেকে নাকি এখনও তেমন কিছুই শিক্ষালাভ করতে পারে নাই। তারা বলেছেন সে দেশটি হল গিয়ে আমাদের সোনার বাংলাদেশ, কারণ বাংলাদেশ নামক দেশটি বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে একাত্তুরের পরাজিত রাজাকারদের দ্বারা। এই দেখুন না, সাদ্দামের গ্রেপ্তারের পর বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন মুসলিম দেশে আমেরিকান কাফেরদের বিরুদ্ধে রাস্তায় জেহাদী -মিছিল বের হয় নাই। নিম্নের চিত্রটি দেখুন; তা’হলেই বুঝতে পারবেন বাংলাদেশের ইসলামিষ্টরা কোন ট্রেকে চলছে।

ঢাকায় তীব্র বিক্ষোভ

উপরের দেয়া ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গোল টুপি পরিহিত মাদ্রাসার তালেব আর আলেমরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং এরা সুযোগ পেলেই আমেরিকা আর অন্যসব পশ্চিমী দেশের বিরুদ্ধে মিছিলে রাস্তায় নেমে পড়ে।

আমার কাছে ই-মেইলে পাঠানো দেশী প্রবাদগুলো হলো—‘‘হাতি-ঘোড়া গেল তল, চাঁন-চোঁরা বলে কত জল’’ এবং ‘‘বুদ্ধিমানেরা শিখে ইশারা থেকে আর বোকারা শিখে শিক্ষকের বেতের পিঠুনি খেয়ে’’। আর ও একটি মজার প্রবাদ পাঠিয়েছে তাহা হলো—‘‘রাম ছাগলের ঘরে যখন তিনটি ছাগলের বাচ্চা হয় তখন দু’টি বাচ্চা মায়ের দু’টি দুধের বাট চোষতে থাকে এবং তৃতীয়টি মাঝখানে পড়ে শুধু লাফাতে থাকে’’।

পাঠকগন নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে সারা বিশ্বের মুসলিম দেশ আজ অনেকটাই শান্ত -শিষ্ট

ভদ্রলোক বনে গেছে যা আমার পূর্বের লেখাটিতে বিষদ ভাবে বর্ণিত করা হয়েছে। কিন্তু, বাংলাদেশে এখনও ইসলামী-জোশে অশান্ত এবং তার বহিঃপ্রকাশ আমরা খুব পরিষ্কার ভাবেই দেখতে পাচ্ছি। ৩২ বৎসর পর একসাগর রক্তের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশ আজ একেত্তুরের রাজাকারদের দখলে। এই অর্ধশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত মোল্লারা আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। তারা প্রথমে হিন্দু কাফেরদের দফারফা করে তারপর একচোট নিয়েছে দেশের কাদিয়ানিদেরকে। তারপর তাদের পবিত্র ইসলামী-জোশের ঠেলা পরেছে আজ শত শত বৎসরের বাংলা মায়ের গাও-গ্রামের ঐতিহ্য সুফি ইসলামের উপর। তারা বাংলাকে পবিত্র করে আসল শান্তির ধর্ম (যাহা আরবের দয়াল নবী প্রবর্তন করে গেছেন) বাংলায় স্থাপন করার লক্ষ্যে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শাহজালালের দরগাতে ইসলামী বোমা ফাটিয়েছে কিছু গ্রামের নিরিহ মানুষদের খুন করার জন্য।

এটাত আজ পরিষ্কার যে সারা মুসলিম বিশ্ব ''ঠেলার নাম বাবাজী''তে শান্ত হলেও বাংলাদেশের গোলটুপি পরা রামছাগলরা এখন শান্ত হয় নাই। তারা এখনও স্বপ্নে বিভোর আছে বাংলা দেশকে একটা ইসলামীক্ প্যারাডাইজ বানাবার জন্যে। তাদের কোন খবরই নেই বাতাশ আজ তাদের ইসলামী জোশের বিরুদ্ধে। তারা আবার সম্প্রতি হুমকিও দিয়েছে আমেরিকান কাফের দের এম্বেসীতে বোমাবাজি করার। তাই তো আজ আমেরকার State Department থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে—আমেরিকান সিটিজেনরা যাতে খুব সাবদানে থাকে বাংলা দেশে।

''ঠেলার নাম বাবাজীর'' গুনে তালেবানের পবিত্র আখড়া পাকিস্তানও আজ উঠেপড়ে লেগেছে আল-কায়দা-ওসামাকে ধরিয়ে দেবার জন্য। অথচঃ সেখানে বাঙ্গালী মুল্লাদের কোন খবরই নেই। কথায় বলেনা 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল'। আসলে বাঙ্গালী ইসলামিষ্টদের অবস্থা হয়েছে সে ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার ন্যায়; অথবা তাদেরকে তুলনা করা যায় সেই বিখ্যাত বাংলার প্রবাদ—''হাতি-ঘোড়া গেল তল, চাঁন-চোঁরা বলে কত জল'' এবং ''বুদ্বিমানেরা শিখে ইশারা থেকে আর বোকারা শিখে শিক্ষকের বেতের পিঠুনি খেয়ে''। আসলে বাঙ্গালী মুল্লাদের কে আমেরিকার ডেইজীকাটারের কিছু বাড়ি দেয়ার প্রয়োজন। অর্থাৎ তাদের কে কিছু বেতের পিটুনি দরকার শান্ত করার জন্য।

দেখুন না কতবার বাংলাদেশের মুল্লারা আমেরিকার বিরুদ্ধে মিছিল বের করেছে। ২০০১ সনের নভেম্বর মাসে আমরেরিকা যখন উসামা বিন লাদেনের সঙ্গীপাঙ্গীদের ধরার জন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করলো [বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা আর ইসলামিষ্টরা যাকে বলে ''আগ্রাসন''] তখন বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা আর গোলটুপি পরা মাদ্রাসার তালেবানরা ঢাকার রাস্তায় নেমে পড়লো নির্বিবাদে। তারপর ২০০৩ সনের এপ্রিল মাসে আমেরিকান সৈন্যরা যখন ইরাকে অনুপ্রবেশ করলো তখন আবার সেই দুই দল অর্থাৎ বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা আর তালেবানী বৃগেডরা আবার রাস্তায় ঝাপিয়ে পড়ল ব্যানার হাতে। অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশের লোকরা কিন্তু আমেরিকার ইরাকে অনুপ্রবেশকে নিয়ে কোনো হৈচৈ করেনি। এমনকি পাকিস্তানের ইসলামিষ্টরাও তেমন চেঁচামেচি করেনি সেই সময়। কিন্তু বঙ্গ-ইসলামিষ্টদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। ইসলামী জোশ এদের ধমনিতে এমন ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে যেইনা আমেরিকান সৈন্য বোগদাদ শরিফে গেল সেই থেকে এদের ঘুম হারাম হয়ে গেল। রাজপথে ঢল নেমে পড়লো ইসলামিষ্টদের আর তার সাথে লেজ ধরলো এসে সেতারা হাসেমের সতীর্থরা মানে মাজাভাঙ্গা কমিউনিষ্টরা। কিছুদিন মিছিল বের করার পর এরা হতাশাগ্রস্থ হলো কেননা এপ্রিল মাস গড়াতে না গড়াতে সাদ্দাম তার চেলাচামুন্ডা নিয়ে গা ঢাকা দিল সুন্নী ট্রায়াঙ্গালে দোজলা - ফোরাতের দেশে। ঢাকার ইসলামিষ্টরা পৃথিবীর অন্যান্য ইসলামিষ্টদের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে লাগলো ''হুক্কা হুয়া''! সাদ্দাম নাকি ইসলামিক্ বাহিনী নিয়ে এইসা জিহাদ করবে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যে আগ্রাসনি সৈন্যদের মেরে ফানা ফানা করে দেবে । এতে দজ্জাল গোষ্ঠীর এত রক্তপাত হবে যে কারবালাতে যত না রক্তপাত হয়েছিল তার চেয়ে অধিক রক্ত দোজলা-ফোরাতকে ভরে দেবে। কিন্তু বাস্তব তো একেবারে ভিন্ন। আমেরিকানরা ইরাকে এত

টেঙ্ক আর ফাইটিং ভেহিক্যাল নিয়ে গিয়েছে যে সেই সব দ্বারা তারা সাদ্দামের ফেদাইন গোষ্ঠীর দফারফা করে দিয়েছে। তার জন্য বাংলাদেশের ইসলামিষ্ট ও কমিউনিষ্টরা একে বারে মুশড়িয়ে পড়েছিল গত বছর।

গতবছর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে সাদ্দাম যখন এক ইঁদুরের গর্তে ধরা পড়লো তখন বাংলাদেশের ইসলামিষ্ট ও কমিউনিষ্টরা গা ঝাড়া দিয়ে আবার জনপথে নেমে পড়লো। শুরু হলো আবার ‘‘নারায়ে তক্‌বির, আল্লাহু আকবর’’ আর এন্টাই আমেরিকান স্লোগান দেবার পালা। এই সব তালপাতার সেপাইদের কোনো কান্ডজ্ঞাণ নেই যে যাদের হাতে ডেইজীকাটার বোমা আছে তার বসে আছে সারা পৃথিবীটা। বাংলাদেশের মুল্লারা যদি দুইচারটা স্টেডিয়াম বিনা পয়সায় বানাতে চান তা হলে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যেন জিহাদ ঘোষণা করে। তাহা হলে আমেরিকানরা হয়ত দুই চারটা ডেইজীকাটার বোমা বি ৫৭ বিমান দ্বারা নিক্ষেপ করে সোনার বাংলায় যে ক্রেটার তৈয়ার করবে সেখানে অনায়াসে ‘‘ইসলামিক স্টেডিয়াম’’ বানানো যেতে পারে। এটা বাচাল দেলয়ার হুসেন সাইদীর জন্য অত্যন্ত সুখবর এই জন্য যে সেখানে সে ওয়াজ মেহ্‌ফিল করতে পারবে । তার ফলে বাংলাদেশে আরো ইসলামী জোশ বইবে।

আমাদের মুসলিম বঙ্গসন্তানরা এখন পর্যন্ত ‘‘ঠেলার নাম বাবাজী’’ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারে নাই। সেই জন্য আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে এরা রাজপথে লম্ফঝম্প দেয়, বুশ সাহেবের কুশপুত্তলিকা পুড়ায়, আর আমেরিকান জাতীয় পতাকায় অগ্নি সংযোগ করে। চালিয়ে যাক এরা জিহাদী কারবার আর জন্ম দিক হাজার হাজার উসামার। একদিন যখন সোনার বাংলার মাটিতে আকাশ হতে ডেইজীকাটার বোমা প্রক্ষেপিত হবে সেই দিনই জামাতী বৃগেডের মুজাহীদিনরা বুঝতে পারবে ‘কত ধানে কত চাল’।

বঙ্গ মুসলমানদের রকমসকম দেখে আমার আরেকটা প্রাচীন প্রবাদের কথা মনে হলো আর সেটা হলো — ‘‘পিপিলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে’’। বঙ্গ মুসলমান আর তাদের দোসর নক্সালাইট কমিউনিস্টদের বেশ বাড় বেড়েছে আজকাল। এদেরও পাখা গজিয়েছে মেলা। এদেরকেও শীঘ্রই প্রচন্ড ঠেলা খেতে হবে। ওয়াচ আউট সেতারা হাশেম — যিনি রণে ভঙ্গ দেবার জন্য উশপিস চালু করেছেন তার সাম্প্রতিক এক লেখায়।

[এই ‘ঠেলার নাম বাবাজী’ সিরিজটা আবার লেখা হবে যখন মুসলমানরা আমেরিকানদের ঠেলা খাবে অন্য কোন দেশে। আমরা আশা করছি যে আমাদের লাম্পুন পড়ে হয়তো বঙ্গ ভূমির ইসলামিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের হুশ ফিরত আসবে। দেশকে আমেরিকানদের ডেইজীকাটার বোমা হতে বাঁচিয়ে রাখার মহান কর্তব্য এখন দেখছি তাদের হাতে ন্যাস্ত হয়েছে!]